বিষয়বস্তুঃ নবীজির চরিত্র

রবীউল আউয়াল মাসের চতুর্থ জুমুআর বয়ান

(২৩ রবীউল আউয়াল ১৪৪৬ হিজরী, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪)
প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।
বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া নুমানিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।
ক্রমিক নং ১৫৪

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى أٰلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ:فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ۞ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْم

মুহতারম ঈমানদার ভায়েরা ! আজ রবীউল আউয়াল মাসের চতুর্থ জুমুআ। আজ আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হল নবীজির আখলাক-চরিত্র।

জীবনে চলার পথে মানুষের কথা ও কর্মের মাধ্যমে যে সমস্ত স্বভাবগুলি ফুটে ওঠে, সেগুলিকেই আখলাক-চরিত্র বলা হয়। এক কথায় মানবজীবনের সকল আচার-ব্যবহার ও কর্মকাণ্ডের নামই হল আখলাক-চরিত্র।

মনে রাখবেন, পৃথিবীতে যত মানুষ এসেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আসবে, তাদের সকলের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী হলেন নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলামীন কুরআন করীমের মধ্যে এ কথা বলেছেন। সূরা কলমের ৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

" হে নবী ! নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।"

আমরা অনেকে মাইকেল এইচ হার্ট নামে একজন বিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানীর নাম শুনেছি। তিনি ১৯৩২ সালে মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি একজন বিজ্ঞানী হওয়ার সাথে সাথে বিখ্যাত ঐতিহাসিকও ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন গবেষণার পর ১৯৭৮ সালে গোটাবিশ্বের ১০০ জন বিখ্যাত মনিষীদের জীবনাদর্শ নিয়ে একটি বই লিখেছিলেন। বইটির নাম 'দি হাণ্ড্রেড'। তাঁর গবেষণা অনুযায়ী গোটা পৃথিবীর মানব ইতিহাসে যে সমস্ত মহামনিষীরা আদর্শপুরুষ হিসাবে সর্বাধিক প্রভাব

বিস্তার করেছেন, তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যক্তি হলেন, নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সুবহানাল্লাহ !

তিনি নিজের বইয়ে এ কথাও লিখেছেন যে, ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতার দৃষ্টিকোণে বিশ্বমানব সমাজে শান্তি ও উত্তম চরিত্র প্রতিষ্ঠায় নবী মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যতটা সফল হয়েছেন, আজ পর্যন্ত ততটা কেউই হতে পারেনি। সকলে বলিঃ আলহামদুলিল্লাহ ! মনে রাখবেন, এটা আমাদের নবীজি সম্পর্কে একজন খ্রিষ্টান ঐতিহাসিকের মন্তব্য। আমাদের বাংলায় একটি প্রবাদ আছে- "গুড় অন্ধকারেও মিষ্টি লাগে।"

একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীসঃ

সম্মানিত উপস্থিতি ! আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে যত নবী পাঠিয়েছেন, তাঁরা সকলে উম্মতকে উত্তম চরিত্র শিক্ষা দিয়েছেন। তবে আল্লাহ তায়ালা আমাদের নবীজিকে সর্বোত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছিলেন। সুনানুল কুবরা লিল-বাইহাকী কিতাবের ২১৩০১ নম্বর হাদীসে আবূ হুরাইরাহ (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

“আমি সর্বোত্তম আদর্শ সমূহ পরিপূর্ণ করার জন্য প্রেরিত হয়েছি।” অতএব, যদি পৃথিবীর কোন মহামানবের চরিত্র অনুসরণ করতে হয়, তাহলে নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরিত্রের মতো ভাল কোন আদর্শ আপনি পাবেন না। মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন সূরা আহযাবের ২১ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ “নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের (জীবনীর) মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।” لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

সহীহ মুসলিমের ৭৪৬ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, বিশিষ্ট তাবিয়ী হযরত সা’দ ইবনে হিশাম (রহ) বলেছেনঃ আমি আম্মাজান আইশা সিদ্দীকাহ (রযি)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরিত্র কেমন ছিল ? উত্তরে তিনি আমাকে বলেছিলেনঃ তুমি কি কুরআন পড় না ? আমি বললামঃ হ্যাঁ, অবশ্যই পড়ি। তিনি বললেনঃ নিশ্চয় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আখলাক ছিল আল-কুরআন।

অর্থাৎ, যদি কেউ নবীজির আখলাক সম্পর্কে জানতে চায়, তাহলে সে যেন কুরআন ফলো করে। কুরআন হল নবীজির আদর্শ। কুরআন মজীদে যতপ্রকার আদেশ ও নিষেধ আছে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জীবনে সবগুলি শতভাগ বাস্তবায়ন করে দেখিয়ে গেছেন।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ ! মানুষের সৌন্দর্য দু'প্রকারঃ একটি হল, বাহ্যিক সৌন্দর্য বা দৈহিক সৌন্দর্য। মানুষের এ সৌন্দর্যটি এক সময় নষ্ট হয়ে যায়। মানুষ নিজের শৈশবের সৌন্দর্য যৌবনে আর যৌবনের সৌন্দর্য বার্ধক্যে ধরে রাখতে পারে না। তবে মানুষের আরেকটি সৌন্দর্য আছে, অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য বা চারিত্রিক সৌন্দর্য। এটাই হচ্ছে মানুষের আসল সৌন্দর্য। এই চারিত্রিক ও আদর্শগত সৌন্দর্যকে বলা হয় 'হুসনে সীরাত'। মানুষের এ সৌন্দর্যটি মানুষের ইখতিয়ারে। মানুষ চাইলে এটাকে ধরে রাখতে পারে, বরং এটাকে দিনের পর দিন উন্নত করতে পারে। আমাদের কর্তব্য, নিজেদের চরিত্র উন্নত করা।

মানুষের চরিত্র বোঝার প্রধান উপায়ঃ

মানুষের চরিত্র বোঝার প্রধান উপায় হল তার স্ত্রী। কোন ব্যক্তির আখলাক-চরিত্র ও তার দুর্বলতা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানে তার স্ত্রী। অতএব, যদি স্ত্রীর সাথে মানুষের ব্যবহার ভাল হয়, তাহলে বুঝতে হবে তার চরিত্র ভাল। আপনারা জানেন, আমাদের নবীজির উপর সর্বপ্রথম ঈমান এনেছিলেন তাঁর স্ত্রী হযরত খাদীজা (রযি)। এ দ্বারা বোঝা যায়, নবীজির চরিত্র ছিল সর্বোত্তম। তিনি ছিলেন অপূর্ব, অনন্য ও দৃষ্টান্তহীন চরিত্রের অধিকারী।

সুনানে তিরমিযীর ১১৬২ নম্বর হাদীসে হযরত আবূ হুরাইরাহ (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا

“পরিপূর্ণ ঈমানদার তারা, যাদের আখলাক সবচেয়ে ভাল। আর তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল তারা, যারা নিজেদের স্ত্রীর সাথে ভাল ব্যবহার করে।”

একটি ঘটনাঃ

ব্রাদারানে ইসলাম ! সহীহ বুখারীর ৫২২৫ নম্বর হাদীসে হযরত আনাস (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ একদিন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের কোন এক স্ত্রীর বাড়িতে ছিলেন। সহীহ বুখারীর বর্ণনায় ওই স্ত্রীর নাম উল্লেখ নেই। তবে অন্য বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়, তিনি ছিলেন আম্মাজান আইশা (রযি)। যাইহোক, নবীজি হযরত আইশার বাড়িতে ছিলেন। এমতাবস্থায় হযরত যয়নাব (রযি) হযরত আইশার বাড়িতে নবীজির জন্য একটি পাত্রে কিছু তরকারি পাঠালেন।

আমরা জানি, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের স্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন হযরত আইশা (রযি)-কে। তাই আম্মাজান আইশা (রযি) অন্য স্ত্রীগণের তুলনায় একটু বেশি অভিমানী ছিলেন। এই অভিমানের কারণে তাঁর পালার দিন তাঁর ঘরে নবীজির থাকা অবস্থায় অন্য কোন স্ত্রীর হাদিয়া পাঠানো তিনি পছন্দ করতেন না।

যাইহোক, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আইশা রযিয়াল্লাহু আনহার বাড়িতে আছেন, এমতাবস্থায় হযরত যয়নাব (রযি) নিজের একজন খাদেম মারফত হযরত আইশার বাড়িতে নবীজির জন্য একটি পাত্রে কিছু তরকারি পাঠালেন। তখন আইশা (রযি) অভিমানে ওই খাদেমের হাতে আঘাত করলেন। যার ফলে খাবারের পাত্রটি পড়ে ভেঙে যায়। এটা দেখার পরও নবীজি হযরত আইশাকে কিছুই বললেন না। বরং সেই পাত্রের ভাঙা টুকরোগুলি নিজ হাতে তুলে নিলেন আর খাদেমকে বললেনঃ তোমাদের মা-র মানে লেগেছে ! এই বলে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আইশার ঘর থেকে একটি ভাল পাত্র খাদেমের হাতে দিয়ে বললেনঃ এটা নিয়ে যাও। এটা সহীহ বুখারীর ৫২২৫ নম্বর হাদীস।

সুধীবৃন্দ ! কী বুঝলেন ?... আমরা তো বাড়িতে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে নিজেদের স্ত্রীদের সাথে ঝামেলা করি। তাদের উপর সামান্য বিষয়ে যুলুম-অত্যাচার করে থাকি। সেখানে বেচারি স্ত্রীদের কিছু বলার বা করার থাকে না। কারণ, আমরা স্বামী আর তারা আমাদের অধীনস্ত স্ত্রী। আমাদের

ধারণায় তাদের সেক্ষেত্রে কোন কথা বলার অধিকার নেই। এটা নারীজাতির প্রতি অবিচার।

যাইহোক, আমরা হাদীসে বর্ণিত ঘটনায় দেখলাম, নবী সল্লাল্লাহু আলালাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের স্ত্রীদের সাথে সর্বোত্তম ব্যবহার করতেন। এটা তাঁর আদর্শ। আসুন, আমরা এটাকে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করি।

মানুষের চরিত্র বোঝার সহজ উপায়ঃ

ঈমানদার ভায়েরা ! মনে রাখবেন, মানুষের চরিত্র বোঝার একটি সহজ উপায় হল, দেখতে হবে অবলা পশুর সাথে তার ব্যবহার কেমন। কেননা, মানুষের সাথে মানুষের ভাল ব্যবহার করাটা স্বাভাবিক। মানুষের সাথে ভাল ব্যবহার না করলে বদনাম, সমালোচনা ও প্রতিশোধের আশঙ্কা থাকে। কিন্তু অবলা প্রাণীদের সাথে দুর্ব্যবহার করলে এসব কিছুর আশঙ্কাই থাকে না। তাই একমাত্র মহান চরিত্রের মানুষই অবলা প্রাণীদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে পারে।

অবলা পাখির সাথে নবীজির ব্যবহারঃ

সুনানে আবূ দাউদের ৫২৬৮ নম্বর হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ একদিন আমরা কোন এক সফরে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তিনি পেশাব-পায়খানার প্রয়োজনে দূরে গিয়েছিলেন। এমতাবস্থায় আমরা একটি গাছে পাখির বাসা দেখতে পেলাম। পাখিটি দু'টি বাচ্চা নিয়ে বসে ছিল। আমরা পাখিটিকে উড়িয়ে দিয়ে তার বাচ্চা দু'টিকে তুলে নিয়ে এলাম। দেখলাম, মা পাখিটি কিচির-মিচির করে ডানা ঝাপটে আমাদের মাথার উপর এসে হাজির। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে এ অবস্থা দেখে বললেনঃ مَنْ فَجَّعَ هٰذِهِ بِوَلَدِهَا ؟ رُدُّوْا وَلَدَهَا اِلَيْهَا "কে এই পাখিটির বাচ্চা ছিনিয়ে নিয়ে একে কষ্ট দিল ? তোমরা শিগগির ওর বাচ্চা ওকে ফিরিয়ে দাও।" তারপর নবীজির আদেশ মত সাহাবারা পাখির বাচ্চা দু'টিকে আবার বাসায় ফিরত দিলেন। এ ঘটনাটি সুনানে আবূ দাউদের ৫২৬৮ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে।

অবলা উটের সাথে নবীজির ব্যবহারঃ

সুনানে আবূ দাউদের ২৫৪৯ নম্বর হাদীসে একটি উটের ঘটনা বর্ণিত আছে। আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফার (রযি) বলেছেনঃ একদিন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন এক আনসারী সাহাবীর খেজুর বাগানে প্রবেশ করলেন। সেই বাগানে একটি উট বাঁধা ছিল। উটটি নবীজিকে দেখে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগল। এমনকী তার দু'চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। নবীজি উটের কান্না দেখে তার কাছে এসে তার কপালে হাত ফেরালেন। হাত বোলানোর সাথে সাথে উটের কান্না থেমে গেল। এরপর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত মানুষদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এই উটের মালিক কে ? এই উটটি কার ? একজন আনসারী যুবক এসে বললঃ ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমার উট। তখন নবীজি বললেনঃ

أَفَلَا تَتَّقِي اللهَ فِي هٰذِهِ الْبَهِيْمَةِ

তুমি কি এই নিরীহ প্রাণীর বিষয়ে আল্লাহকে ভয় কর না? আল্লাহ অবলা প্রাণীকে তোমার অধীনস্ত করেছেন। এই উট আমার কাছে তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছে। তুমি

একে ক্ষুধার্ত রাখ আবার এর দ্বারা কষ্টের কাজ নিয়ে থাক।

সম্মানিত উপস্থিতি ! আমরা হাদীসে বর্ণিত উটের এ ঘটনা দ্বারা কী বুঝলাম ? আমরা পশু-পাখির সাথে কেমন ব্যবহার করছি, একদিন হাশর মাঠে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে জবাব দিতে হবে। মানুষের সাথে সর্বোত্তম ব্যবহার করা যেমন জরুরি, তেমন অবলা প্রাণীদের সাথে ভাল ব্যবহার করা নবী রহমাতুল লিল আলামীনের আদর্শ। আসুন, আমরা নবীজির আদর্শে আদর্শিত হই। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।

সংকলনেঃ মুফতী ইবরাহীম কাসিমী

(নাযিমে আ'লা জামিয়া নু'মানিয়া)

কোন প্রয়োজনে 97-32-32-32-12 অফিস নম্বরে রাত ৯টা থেকে ১০টা পর্যন্ত (বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার বাদে) যোগাযোগ করতে পারেন। মনে রাখবেন, জুমুআর বয়ান শুধুমাত্র আমাদের www.jamianumania.com ওয়েবসাইটেই পাবেন। সুতরাং, এই ওয়েব সাইট থেকে ফ্রিতে জুমুআর বয়ান ডাউনলোড করুন।